বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসী কর্মী ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে সকল নাগরিকের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে প্রদান করা হইয়াছে, যেহেতু প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের পক্ষে প্রবাসীদের কল্যাণ ও নাগরিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অভিবাসী কর্মী ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতিসংঘের "সকল অভিবাসী কর্মী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ, ১৯৯০" বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে বিধৃত বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক বিষয়

ধারা-১ ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।- (১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী কল্যাণ আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

ধারা-২ ঃ সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,

(১) ''অভিবাসন'' (migration) এবং ''অভিবাসন করা'' (migrate) অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দেশে কোন কাজ অথবা ব্যবসায় কিংবা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান কিংবা বহির্গমন।

(২) ''অভিবাসী'' (migrant) অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি কর্ম, ব্যবসা, অস্থায়ী বা স্থায়ী অভিবাসনের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিয়াছেন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন।

(৩) ''অভিবাসী কর্মী'' (migrant worker) অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে -

(ক) কোন কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন কিংবা গমন করিতেছেন, অথবা

(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অথবা

(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর কিংবা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ''অভিবাসী কর্মী'' বলিতে (ক্ষেত্র বিশেষে) উক্ত অভিবাসীর সহিত বিদেশে অবস্থান করিতেছেন, করিয়াছেন কিংবা অবস্থান করিতে যাইতেছেন এমন নির্ভরশীল ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৪) "অভিবাসী নারী কর্মী" (woman migrant worker) অর্থ উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত কোন অভিবাসী কর্মী যিনি একজন নারী, স্বতন্ত্রভাবে কিংবা নির্ভরশীল হিসাবে অভিবাসন করিবার পর বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত হইয়াছেন এমন কোন নারীও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৫) ''চাহিদা-পত্র'' (demand) অর্থ বিদেশী অথবা বাংলাদেশী নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিদেশে কোন প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোন ব্যক্তির অধীন কাজের উদ্দেশ্যে নিয়োগের কোন প্রস্তাব বা চাহিদা, যাহা নিয়োগকারী দেশের কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিসার নির্দেশনা দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে অনুমোদিত কিংবা সমর্থিত।

(৬) ''নাগরিক'' অর্থ নাগরিকত্ব বিষয়ক কোন আইনের অধীন বাংলাদেশের কোন নাগরিক কিংবা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তি।

(৭) ''নিবন্ধক'' অর্থ এই আইনের ধারা ২৩ এর অধীন 'অভিবাসীদের নিবন্ধক' হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক।

(৮) "নির্ভরশীল" অর্থ অভিবাসী ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, মাতা, পিতা, সন্তান, ভাই, বোন, কিংবা কোনো পোষ্য (ward) যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল।

(৯) ''পোষ্য'' (ward) অর্থ আঠার বৎসর পূর্ণ হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি যাহার জন্য কিংবা যাহার সম্পত্তির জন্য The Guardians and Wards Act, 1890 (Act No. 8 of 1890) অনুযায়ী কোন অভিভাবক রহিয়াছেন।

(১০) ''প্রস্থান করা'' (depart/departure) এবং ''প্রস্থান'' অর্থ যে কোনো বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকর্তার অধীনে বিদেশে কর্মের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ভাবে আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন বাংলাদেশী নাগরিকের দেশের বাহিরে গমন।

(১১) "বিদেশী নাগরিক" অর্থ বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের নাগরিক।

(১২) ''বৈদেশিক কর্মসংস্থান'' অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে কোন নাগরিকের কর্মসংস্থান।

(১৩) "ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ কিংবা কোন কোম্পানী কিংবা অংশীদারী কারবার বা ফার্ম।

(১৪) ''ব্যুরো'' অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অথবা পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠান যেই নামে অভিহিত হইবে ।

(১৫) ''রিক্রুট'' (recruit) অর্থ বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকর্তা বা তাঁহার এজেন্ট কর্তৃক এই আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন (recruit), তবে রিক্রুট করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচারণা করাও "রিক্রুট" এর অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(১৬) ''রিক্রুটিং এজেন্ট'' অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা যিনি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত নিয়োগকর্তার জন্য বাংলাদেশ হইতে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকের নির্বাচন (recruit) করিবার ব্যবসায় জড়িত এবং এই উদ্দেশ্যে উক্ত নিয়োগকর্তার পক্ষে কর্মসংস্থান-চুক্তি (employment-contract) করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১৭) ''লাইসেন্স'' অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ, নির্বাচন কিংবা প্রেরণের জন্য অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে (entity) রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে প্রদত্ত লাইসেন্স।

(১৮) ''সরকার'' অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তবে প্রসঙ্গের ভিন্নতার কারণে ''সরকার'' বলিতে সামগ্রিক অর্থে বাংলাদেশ সরকার অথবা উহার কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগও বুঝাইবে।

(১৯) "Diaspora" অর্থ যে ব্যক্তি অন্য দেশে গমন করিয়া অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অথবা দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি অথবা নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন আছেন।

ধারা-৩ ঃ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণের কর্তৃত্ব।- (১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার প্রাথমিক অধিকার ও কর্তৃত্ব সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া, নিম্নোক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এই আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশী কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে:

(ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(গ) এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট।

ধারা-৪ ঃ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন।- (১) এই আইনের বিধানাবলী ব্যতীত কোন ব্যক্তি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিবে না এবং অভিবাসন করাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থানের ক্ষেত্রে কেবল সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত বন্দর বা স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি বৈধ চাহিদাপত্র ব্যতীত ও এই আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলীর অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা নাগরিককে বিদেশে কর্মের জন্য রিক্রুট কিংবা রিক্রুট করিবার চেষ্টা করিবে না।

(৪) আপাত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নাগরিকের অভিবাসন আইনসম্মত হইবে যদি তিনি ধারা ২৪ এর অধীন নিবন্ধিত হইয়া অভিবাসন ছাড়পত্র (Emigration Clearance) গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং নিম্নরূপ কোন দলিল অধিকারে রাখেন:

(ক) কোন বিদেশী কর্মের পক্ষে নিয়োগপত্র অথবা নিয়োগকারী দেশের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ার্ক-পারমিট বা অনাপত্তিপত্র (no-objection certificate), অথবা কাজ করিবার নিমিত্ত ভিসা কিংবা আমন্ত্রণ; অথবা

(খ) কোন দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কিংবা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদেশী কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত (recruited) হইবার প্রমাণপত্র।

ধারা-৫ ঃ কতিপয় ব্যক্তির প্রস্থানের ক্ষেত্রে এই আইনের অপ্রযোজ্যতা।- এই আইনের বিধানাবলী নিম্নবর্ণিত কোন ব্যক্তির বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) বিদেশী কোন নাগরিক; অথবা

(খ) প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, যিনি সরকারের অনুমতিক্রমে কর্তব্যপালন, সভা-সেমিনারে কিংবা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইতেছেন;

(গ) বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত কিংবা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো বাংলাদেশী নাগরিকের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি;

(ঘ) কোন ছাত্র কিংবা প্রশিক্ষণার্থী অথবা পর্যটক; এবং

(ঙ) বিদেশে বিনিয়োগ কিংবা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমনকারী কোন ব্যক্তি।

ধারা-৬ ঃ সমতার নীতির প্রয়োগ - এই আইন অনুসারে বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন কিংবা প্রেরণ, অভিবাসী শ্রমিকের দেশে প্রত্যাগমন (repatriation), এবং এই আইনের অধীন সেবা প্রদান কিংবা অন্য কোন কার্য নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে সমতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং কাহারও সহিত লিঙ্গ, ভাষা, জন্ম, বয়স, নৃগোষ্ঠী-পরিচয়, গোত্র, বর্ণ, রাজনৈতিক মতামত, ধর্ম, মতাদর্শ, পারিবারিক কিংবা বৈবাহিক বা সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা, কিংবা অন্য কোন কারণে কাহারও সহিত কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

ধারা-৭ ঃ শ্রম-অভিবাসন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।- (১) সরকার যেকোন সময় অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থে কিংবা জনস্বার্থে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসনের ওপর বাধা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) সরকার জনস্বার্থে কোন নাগরিকের কিংবা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের উপর, নারী-পুরুষ ভেদে কিংবা অন্য কোনভাবে বৈষম্য না করিয়া, সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

ধারা-৮ ঃ বিজ্ঞাপন প্রচার, নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।— (১) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এবং এই আইনের শর্তাবলী পূরণ না করিয়া কোন ব্যক্তি বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কিংবা অভিবাসন করানো বিষয়ক কোন বিজ্ঞাপন, আহ্বান কিংবা প্রচারণা গণমাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে প্রকাশ বা প্রচার করিবে না।

(২) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট বিদেশী কোন নিয়োগকর্তা বা নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের চাহিদাপত্র অনুযায়ী কর্মী নির্বাচনের লক্ষ্যে পত্রিকায় কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে এই আইনের অধীন অনুমোদিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারণায় চূড়ান্তভাবে কর্মী নির্বাচনের পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতা বা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক কর্মীদের নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা হইবে না মর্মে ঘোষণা থাকিবে।

(৩) গণমাধ্যম সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন বৈদেশিক কর্মসংস্থান কিংবা অভিবাসন বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রকাশ কিংবা প্রচার করিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

ধারা-৯ ঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো' এই আইন কিংবা অন্যান্য আইন কর্তৃক উহার উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

ধারা-১০ ঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কার্যাবলি।— জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ:-

(ক) বাংলাদেশী নাগরিকের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ এবং

তাঁহাদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের জন্য নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(খ) সরকারের পক্ষে বিদেশে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ, এই উদ্দেশ্য চাহিদা-পত্র সংগ্রহ, কর্মী নির্বাচন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি গ্রহণ ও উহা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয়;

(গ) অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধনকরণ;

(ঘ) অভিবাসী কর্মীদের অধিকার, কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, বিশেষতঃ নারী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসন করিতে ইচ্ছুক সকলকে পরামর্শ, সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের পেশা ও দক্ষতা-ভিত্তিক তথ্যভান্ডার তৈরী ও সংরক্ষণ করা এবং উহা ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন (recruitment) নিশ্চিতকরণ;

(ছ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কাজ সম্পাদনের জন্য অনুবাদক সংস্থার নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ;

(জ) অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় (medical test or screening) নিয়োজিত কোন ক্লিনিক, মেডিকেল সেন্টার কিংবা ইহাদের সমিতি বা সংগঠনসমুহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণ;

(ঝ) প্রত্যাগত (repatriated) অভিবাসীদের পুনর্বাসনে সাহায্য, পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান করা এবং মৃত্যুবরণকারী অভিবাসী কর্মীর মৃতদেহ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) অনিয়মিত কিংবা বে-আইনী অভিবাসন বিলোপের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) এই আইনের ১৩ ধারার অধীন নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কর্মকাণ্ডের তদারকি, তাহাদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নিয়োগের চাহিদা পত্র যাচাই এবং তদারক করা।

(ঠ) অভিবাসনেচ্ছু কর্মীদের কর্ম-ভিত্তিক দক্ষতা-বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং দক্ষতা সংক্রান্ত সনদ প্রদান;

(ড) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি;

(ঢ) অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা কিংবা সেবাপ্রদানকারী বেসরকারি যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কার্যক্রম তদারকির উদ্দেশ্যে তাহার নিবন্ধনকরণ;

(ণ) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসী কর্মীদের সেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহিত অংশীদারীত্বে কাজ করা ও তাহাদের সহিত কাজের সমন্বয় করা এবং তাহাদের স্বীকৃতি প্রদান;

(ত) এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ও তদারকী করা এবং সে-উদ্দ্যেশ্যে যেকোন স্থান পরিদর্শন করা;

(থ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ প্রদান;

(দ) বিদেশে কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজেন্সির রিক্রুটিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;

(ধ) প্রবাসীদের কল্যাণ;

(ন) অভিবাসন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা;

(প) অভিবাসনের সহিত সংযুক্ত বিষয়ে গবেষণা, প্রচারণা, এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মসূচি গ্রহণ;

(ফ) এই আইন, ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা কিংবা অন্যান্য আইনের অধীন প্রদত্ত অন্য কোন কাজ; এবং

(ব) বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানকালে গৃহীত কল্যাণ ফি'র ১০% অর্থ পৃথক হিসাবে সংরক্ষণ ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যয় নির্বাহ।

ধারা-১১ ঃ সরকার কর্তৃক জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পন।— (১) সরকার 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজন এমন যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব উহার মহাপরিচালক, পরিচালক বা যে কোন কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে-ব্যক্তির ওপর যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে তিনি তাহা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে এবং এই আইনের বিধানানুযায়ী পালন করিবেন।

ধারা-১২ ঃ ক্ষমতার্পণ এবং বিদেশে প্রতিনিধি নিয়োগ।- সরকার বা সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসীর অধিকার রক্ষা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন প্রয়োগ বা পালনযোগ্য কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব গেজেটে প্রজ্ঞাপন কিংবা চুক্তির মাধ্যমে কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে বিদেশে প্রতিনিধি/লবিস্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

লাইসেন্স, রিক্রুটিং এজেন্ট, নিবন্ধন ইত্যাদি ।

ধারা-১৩ ঃ লাইসেন্স।— (১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্স ব্যতীত কোন *প্রতিষ্ঠান,* ব্যক্তি বা সত্ত্বা (entity) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তিকে বিদেশে কোন কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিক্রুট বা নির্বাচন করিতে পারিবে না।
(২) বিদেশে কোন কর্মে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশী কর্মীদের নির্বাচনের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সরকার, প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, আবেদনকারীকে নির্ধারিত জামানত প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান কিংবা তাঁহার আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

ধারা-১৪ ঃ লাইসেন্সের মেয়াদ।— (১) এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স প্রথমে দুই বৎসরের জন্য অস্থায়ীভাবে প্রদান করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অস্থায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সের শর্ত কিংবা এই আইনের বিধান লঙ্ঘন না করিলে তাঁহার লাইসেন্স স্থায়ী করা যাইবে।

(৩) প্রত্যেক লাইসেন্স প্রতি দুই বৎসর অন্তর মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বিধি-দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা-১৫ ঃ লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা।— (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
(খ) তিনি মানবপাচার, অর্থপাচার, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হন; অথবা
(গ) তিনি কোনো অপরাধের কারণে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং দণ্ডভোগের পর দুই বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্বেও, বিদেশী নাগরিকের শেয়ার বা অংশ রহিয়াছে এমন কোন কোম্পানী বা অংশীদারী ফার্মের অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে, যদি উক্ত কোম্পানী বা অংশীদারী ফার্মের অন্যূন শতকরা ষাট ভাগ অংশের মালিকানা কোন বাংলাদেশী নাগরিকের হইয়া থাকে যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন অযোগ্য নহেন।

ধারা-১৬ ঃ শাখা অফিস, সাব-এজেন্ট ইত্যাদি।— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার পক্ষে এই আইনের অধীন নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবার জন্য বাংলাদেশে কোন সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে না, তবে সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের শাখা অফিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিষয়েও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্বেও সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কোন বিদেশী রাষ্ট্রে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা-১৭ ঃ রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রমের মূল্যায়ন।- (১) এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রম নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বছর মূল্যায়নপূর্বক শ্রেণীকরণ করা হইবে ঃ

(ক) মূল্যায়নকালীন বছরে কর্মী প্রেরণের সংখ্যা এবং কর্মীর ক্যাটাগরী;

(খ) মূল্যায়নকালীন বছরে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং উক্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা;

(গ) রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালনের অবস্থা; এবং

(গ) প্রচলিত শ্রমবাজারের বাহিরে নতুন দেশে কর্মী প্রেরণ।

ধারা-১৮ ঃ লাইসেন্স হস্তান্তর ও ঠিকানা পরিবর্তন।— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার নিকট হস্তান্তর, সমর্পন বা ন্যস্ত করিতে পারিবেনা কিংবা লাইসেন্সে উল্লিখিত স্থান কিংবা অনুমোদিত শাখা ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান হইতে প্রধান অফিস বা শাখা অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করিবেনা, এবং উক্ত লাইসেন্স কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যক্তি হইলে তাঁহার মৃত্যুর কারণে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স তাঁহার উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাইবেনা, তবে তাঁহার উত্তরাধিকারী নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে তাঁহার আবেদন সরকার এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে, এবং এইরূপ নতুন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পূর্বের লাইসেন্সটির নম্বর অপরিবর্তিত রাখিবে।

(৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ফার্ম কিংবা কোম্পানী হইলে উক্ত ফার্ম কিংবা কোম্পানীর কোন অংশীদার (partner) কিংবা সদস্য (shareholder) তাঁহার অংশ বা শেয়ার (share) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিবে না।

(৪) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমতি ব্যতীত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার ব্যবসায়ের ঠিকানা অথবা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(৫) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমোদিত পরিবর্তিত ঠিকানা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে এবং তাহার একটি প্রতিলিপি ব্যুরো এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে প্রদান করিবে।

ধারা-১৯ ঃ লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিত।- (১) সরকার নিম্নোক্ত যে কোন কারণে যে কোন সময়, উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানী গ্রহণ করিয়া, কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে, যদি:

(ক) কোন জালিয়াতি, মিথ্যা তথ্য প্রদান অথবা প্রতারণার মাধ্যমে উক্ত লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়;

(খ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্সের কোন নিয়ম বা শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকেন কিংবা যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়নে ব্যর্থ হন;

(গ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অথবা রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকেন;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদানের পরবর্তী সময়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন;

(ঙ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বা নির্বাচন করিয়া থাকেন; এবং

(চ) কোম্পানী বা ফার্মের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানী বা ফার্মের অবসান বা অবলুপ্তি ঘটে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল না করিয়া সরকার সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত সময়ের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(৩) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে উপধারা (১) অথবা এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন তদন্ত ও শুনানী চলাকালে অথবা তাঁহার লাইসেন্স স্থগিত করা হইলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সটি ব্যবহার কিংবা অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের কাজ করিবে না।

(৪) এই ধারা কিংবা এই আইনের অন্যান্য ধারার অধীন কোন কার্যক্রম বা তদন্ত চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত লেনদেনে জড়িত হইয়াছে এমন অভিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করিবার লক্ষ্যে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ কিংবা উহার অংশবিশেষ জরিমানা হিসাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ বাজেয়াপ্ত জামানতের অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরাসরি অথবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা যাইবে।

(৬) উপ ধারা (১) এর অধীন কোনো লাইসেন্স বাতিল হইয়া থাকিলে উক্ত লাইসেন্সর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে নতুন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

ধারা-২০ ঃ জামানত বাতিল বা বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি।— (১) এই আইনের ধারা ১৮ এর বিধান সত্বেও, কোন রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে প্রতারণা, লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ কিংবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের কিংবা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অথবা রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিবার

অভিযোগ থাকিলে সরকার, প্রয়োজনীয় তদন্ত ও শুনানীর পর, অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী কর্তৃক ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানত সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্ত জামানতের অর্থ সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে প্রদান কিংবা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অথবা উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক প্রেরিত কোন কর্মীকে বিদেশে হইতে প্রত্যাবর্তন করাইবার খরচ হিসাবে প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা তাহাকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাজেয়াপ্ত জামানতের অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কিংবা প্রত্যাবর্তনের খরচের সমুদয় অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে, উক্ত অর্থ সরকার তাঁহার নিকট হইতে The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানানুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

ধারা-২১ ঃ পুনর্বিবচনা (review) এবং আপীল।— (১) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) কিংবা ধারা ১৮ অথবা ১৯ এর অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদত্ত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন আপীল কিংবা রিভিউর আবেদন বিধি-দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে।

ধারা-২২ ঃ লাইসেন্স প্রত্যাহার।— এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে যেকোন সময় এই আইনের অধীনে গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত সকল লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

ধারা-২৩ ঃ জামানতের অর্থ ফেরত।— যে মেয়াদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে তাহা উত্তীর্ণ হইবার পর অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার লাইসেন্স সমর্পন করিলে অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সরকার আদেশ দ্বারা লাইসেন্সধারী ব্যক্তি বা তাঁহার প্রতিনিধিকে জামানতের অর্থ, উক্ত জামানত ধারা ১৯ এর অধীন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত না হইয়া থাকিলে কিংবা এইরূপ বাজেয়াপ্ত হইবার কারণ না থাকিলে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, যেমন প্রযোজ্য, ফেরত প্রদান করিবে।

ধারা-২৪ ঃ কর্মসংস্থান-চুক্তি (employment contract) এবং রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব।— (১) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচিত কর্মীর সহিত তাঁহার নিয়োগকর্তার পক্ষে কর্মসংস্থান-চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহাতে কর্মীর বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হইতে ফেরত আসিবার খরচ, প্রত্যাবর্তনের খরচ ইত্যাদি বিষয়সহ বৈদেশিক কর্ম-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় চুক্তির শর্ত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত চুক্তির উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তি সংক্রান্ত দায়ের জন্য উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং নিয়োগকর্তা যৌথ ও পৃথকভাবে (jointly and severally) দায়ী হইবেন।

(৩) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কপি নিবন্ধক এবং সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন বা প্রেরণ করিবে।

(৪) রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব হইবে বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে রিক্রুট করিবার ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ রক্ষা, রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি মানিয়া চলা, কাহারও নিকট হইতে বেআইনীভাবে ফি গ্রহণ না করা, অভিবাসী কর্মীকে ধারা ২৪ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা এবং অভিবাসী কর্মীর সহিত সম্পাদিত কর্মের-চুক্তি অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান এবং কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সে উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট বলিতে কোন অভিবাসী কর্মীর পক্ষে অভিবাসন ছাড়পত্র গ্রহণকারী যেকোন রিক্রুটিং এজেন্ট বুঝাইবে, উক্ত কর্মী উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হউক বা না হউক।

ধারা-২৫ ঃ অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন, এবং 'অভিবাসীদের নিবন্ধক'।— (১) বিদেশে কাজের উদ্দ্যেশ্যে অভিবাসনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানের পূর্বে 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট নিজে

উপস্থিত হইয়া অথবা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা তিনি যে রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার মাধ্যমে নিবন্ধিত হইবেন।

(২) এই ধারা কিংবা এই আইনের অন্যান্য ধারার উদ্দেশ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক 'অভিবাসীদের নিবন্ধক' রূপে গণ্য হইবেন।

(৩) বিদেশী সরকার, সংস্থা অথবা অন্য কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত অভিবাসীকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে অভিবাসীদের নিবন্ধকের নিকট তাঁহার কর্মসংক্রান্ত চুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যদি সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) বিদেশগামী সকল কর্মীকে 'অভিবাসীদের নিবন্ধক' জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ডাটা বেইজে নিবন্ধন করিবেন এবং এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি উক্ত ডাটা বেইজ হইতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী বাছাই ও নিয়োগ প্রদান করিবেন। রিক্রুটিং এজেন্সির চাহিদা মোতাবেক ডাটা বেইজে কর্মী না পাওয়া গেলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হন নাই এমন বিদেশে বসবাসকারী অভিবাসীকে সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তা বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধন করিতে হইবে এবং অনুরূপ নিবন্ধনের বিষয়ে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নিবন্ধকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছু বলা হইয়া থাকুকনা কেন, অভিবাসীদের নিবন্ধক এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হন নাই এমন অভিবাসী কর্মীকে বাংলাদেশে প্রবেশ কিংবা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানের সময় নিবন্ধন করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা-২৬ ঃ অভিবাসন ছাড়পত্র (Emigration Clearance)।— ধারা ১৮ এর অধীন নিবন্ধিত প্রত্যেক অভিবাসীর পাসপোর্টে নিবন্ধনের স্মারক থাকিবে এবং বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে অভিবাসনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অভিবাসনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ সাপেক্ষে ব্যুরোর মহাপরিচালক একটি অভিবাসন ছাড়পত্র বা কার্ড (Emigration Clearance Card) প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিদর্শন, তদারকি, ও প্রতিবেদন

ধারা-২৭ ঃ পরিদর্শন।— অনিয়মিত কিংবা বেআইনী অভিবাসন বিলোপ কিংবা যেকোন অভিবাসীসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক কিংবা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিদেশগামী বা বাংলাদেশ অভিমুখী কোন বাহন বা জাহাজ এবং যে কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবে।

ধারা-২৮ ঃ বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাবর্তনের ব্যয়, ইত্যাদি।— (১) বিদেশে কর্মরত রহিয়াছেন এমন কোনো বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে ফিরাইয়া আনা কিংবা সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যাবর্তিত কোনো অভিবাসী কর্মীকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার জন্য সরকারের কোন ব্যয় হইয়া থাকিলে, তাহা উক্ত কর্মীর নিকট হইতে The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায় করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্বেও, বিপদগ্রস্ত কোনো অভিবাসী কর্মীকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার খরচ সরকার নিজে বহন করিতে পারিবে এবং কোন রিক্রুটিং এজেন্টের অবহেলা কিংবা আচরণের কারণে উক্ত কর্মী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সেই খরচ উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টকে বহন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা-২৯ ঃ বে-আইনীভাবে গৃহীত অর্থ উদ্ধার।— (১) এই আইনের **ধারা ৪৫ এর বিধান** লঙ্ঘনপূর্বক লব্ধ কোনো অর্থ তদন্ত সাপেক্ষে এবং লিখিত আদেশ-বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে সরাসরি উদ্ধার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশকৃত অর্থ সরাসরি উদ্ধার করা না গেলে সরকার তাহা The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায় করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা-৩০ ঃ বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক কর্মস্থল পরিদর্শন।— বিদেশস্থ প্রত্যেক বাংলাদেশী মিশন বা দূতাবাসের কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তা কিংবা উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন করিবেন এবং, প্রয়োজনে, নিয়োগকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবেন।

ধারা-৩১ ঃ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন।— (১) বিদেশস্থ প্রত্যেক বাংলাদেশী মিশনের কল্যাণ অনুবিভাগ (Welfare Wing) প্রতি বৎসর সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রেরিতব্য প্রতিবেদনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নিম্নোক্ত তথ্য থাকিবে:

(ক) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের তালিকা, যদি থাকে এবং তাঁহাদের অবস্থান কিংবা কাজের পরিবেশ এবং সুবিধাদি সম্পর্কিত তথ্য;

(খ) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার তালিকা ও বিবরণ, আটককৃত বা কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কর্মী সম্পর্কে তথ্য;

(গ) যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা, মৃত্যুর কারণ এবং নিয়োগকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে কি না কিংবা পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কি না;

(ঘ) অভিবাসী কর্মীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন কিংবা যে সকল অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন তাহার বিবরণ;

(ঙ) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশস্থ বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, পরামর্শ, আইনী সহায়তা কিংবা তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করিবার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ;

(চ) বাংলাদেশ এবং নিয়োগকারী দেশের মধ্যে কর্মী নিয়োগ কিংবা বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অধিকার বিষয়ক বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী কর্মীর প্রয়োজনীয়তার একটি সমীক্ষাগত ধারণা (assessed statement);

(জ) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার মূল্যায়ন এবং অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের দক্ষতা-বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা;

(ঝ) পেশাভিত্তিক চাহিদা;

(ঞ) জেলে আটক কর্মীর সংখ্যা ও বিবরণ;

(ত) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত নারী কর্মীদের, অধিকারের কার্যকর সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারের করণীয়; এবং

(থ) বিধি-দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত প্রতিবেদন ব্যুরো উহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে, যাহা সরকার জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিবাসী কর্মীর অধিকার, কল্যাণ এবং সরকারের দায়িত্বাবলী

ধারা-৩২ ঃ অভিবাসী কর্মীর তথ্যের অধিকার।- কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইবার পূর্বে প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর অভিবাসনের প্রক্রিয়া এবং তাঁহার কর্মসংস্থান-চুক্তি কিংবা বিদেশে কর্মের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার, এবং তাঁহার বিভিন্ন আইনগত অধিকার সম্পর্কে জানিবার অধিকার থাকিবে।

ধারা-৩৩ ঃ আইনগত সহায়তা প্রদান।- সরকার অভিবাসী কর্মীদের এবং অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করিবে এবং এই লক্ষ্যে 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন একটি আইনগত সহায়তা অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

ধারা-৩৪ ঃ সংঘ করিবার অধিকার।- এই আইন এবং অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর বাংলাদেশে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার এবং তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

ধারা-৩৫ ঃ ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার।- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলা কিংবা এই আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য কোন আবেদনের পাশাপাশি, রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন কিংবা

কোনো চুক্তি লংঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত কিংবা আইনগত ক্ষতির (legal injury) জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

ধারা-৩৬ ঃ অভিবাসী কর্মী কল্যাণ ও পুনর্বাসকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।- এই আইনের অধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন একটি 'অভিবাসী কর্মী কল্যাণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা যেকোন অভিবাসী কর্মীসহ প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের এবং তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

ধারা-৩৭ ঃ প্রত্যাবাসিত হইবার এবং কনস্যুলার সেবা পাইবার অধিকার।- প্রত্যেক বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর, বিশেষত বিদেশে আটককৃত কিংবা আটকে পড়া বা বিপদগ্রস্ত কর্মীর, স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশী মিশন বা দূতাবাসের নিকট হইতে কনস্যুলার সেবাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।

ধারা-৩৮ ঃ শিক্ষা, ব্যক্তি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের অধিকার।- (১) অভিবাসী কর্মীসহ যেকোন অভিবাসীর এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি কিংবা পরিবারের সদস্যদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদের নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কিংবা মনো-সামাজিক ও চিকিৎসা-পরামর্শ পাইবার অগ্রাধিকার থাকিবে।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীর ক্ষতিপূরণ পাইবার এবং প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হইবার অধিকার থাকিবে এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

ধারা-৩৯ ঃ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল।- অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা তাঁহাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহার অর্থের উৎস এবং পরিচালনাসংক্রান্ত বিষয়াবলী বিধি-দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ইতিপূর্বে গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল এই আইনের আওতায় পরিচালিত হইবে।

ধারা-৪০ ঃ আর্থিক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী।- (১) অভিবাসী কর্মী এবং তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত অংশীদারিত্বে এবং সমন্বয় করিয়া তাহাদের জন্য ব্যাংকিং, ব্যাংক-ঋণ, কর-রেয়াত, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ইত্যাদি সুবিধাদি প্রবর্তন, সহজতরকরণ এবং সহজলভ্য (accessibility) করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার অভিবাসী কর্মীদের সন্তান কিংবা নির্ভরশীলদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত অংশীদারিত্বে এবং সমন্বয় করিয়া উপযুক্ত প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

ধারা-৪১ ঃ সরকারের দায়িত্ব।- এই অধ্যায়ের অধীন কার্যক্রম গ্রহণ কিংবা কর্তব্য পালনের দায়িত্ব হইবে, এই আইনের বিধানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্য কোন উপযুক্ত মন্ত্রণালয়ের:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগের সহিত সমন্বয় করিবে।

ধারা-৪২ ঃ বিদেশী নাগরিকের জন্য শ্রম আইন, ২০০৬ এর প্রযোজ্যতা।- বিদেশী কোন নাগরিক বাংলাদেশে কর্মী হিসাবে কাজ করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে অবৈষম্যের নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ কর্মীর নিয়োগকর্তা উক্ত আইনসহ প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানাবলী মানিয়া চলিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আপরাধ, দন্ড, বিচার এবং বিকল্প বিরোধ মীমাংসা

ধারা-৪৩ ঃ বে-আইনী অভিবাসনের দন্ড।— কোন ব্যক্তি, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কিংবা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত বিধিমালার বিধান সজ্ঞানে লঙ্ঘন করিয়া বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান কিংবা অভিবাসন করিলে অথবা অভিবাসন করিবার চেষ্টা করিলে বা প্ররোচিত করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৪ ঃ বে-আইনী অভিবাসন।— (১) কোনো ব্যক্তি কিংবা রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসরণ ব্যতীত,

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইবার বা বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে মুচলেকাবদ্ধ করিবার লক্ষ্যে কোন চুক্তি করিলে, অথবা

(খ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কর্মের উদ্দ্যেশ্যে বিদেশে প্রেরণ কিংবা প্রেরণে সহায়তা করিলে, অথবা

(গ) এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন লাইসেন্স মঞ্জুরীর পর তদকর্তৃক নির্বাচিত (recruited) কোন কর্মীকে এই আইনের বিধান অনুসারে নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট উপস্থিত না করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করিলে, অথবা

(ঘ) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত এবং যাচাইকৃত (verified) কোন কর্মসংস্থান-চুক্তি (employment-contract) প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করিলে কিংবা অভিবাসন সংক্রান্ত অন্য কোন দলিল জাল বা পরিবর্তন করিলে,

তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয় গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৫ ঃ সরকারি অনুমোদন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি।— (১) কোন ব্যক্তি বৈদেশিক কর্মের জন্য অভিবাসন করিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে সরকারের পক্ষে অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করিবার অনুমোদন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান কিংবা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি রিক্রুটিং এজেন্ট না হইয়া নিজের জন্য বা অন্য কাহারো জন্য কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বা চাকুরীর জন্য কিংবা বৈদেশিক কর্মসংস্থান বা চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করিলে কিংবা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৬ ঃ অননুমোদিত অর্থ গ্রহণ কিংবা বিজ্ঞাপন প্রকাশের দন্ড ।— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কোন অভিবাসী কর্মীর নিকট হইতে বৈদেশিক চাকুরীর জন্য নির্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা নির্বাচন করিবার আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সেবা-ফি এর অধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি অনধিক ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং গৃহীত সমুদয় অর্থের অন্যূন তিনগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ কিংবা কোন ব্যক্তিকে রিক্রুট করিবার জন্য সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা গ্রহণ করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৭ ঃ অননুমোদিত অর্থ গ্রহণ কিংবা বিজ্ঞাপন প্রকাশের দন্ড।- (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কোন অভিবাসী কর্মীর নিকট হইতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করিবার লক্ষ্যে কিংবা নির্বাচন করিবার আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্বারিত সেবা-ফি এর অধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি অনধিক ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং গৃহীত সমুদয় অর্থের অন্যূন তিনগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ কিংবা কোন ব্যক্তিকে রিক্রুট করিবার জন্য সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা গ্রহণ করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৮ ঃ পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখিবার দন্ড ।— কোন ব্যক্তি কিংবা কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কোনো অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট কিংবা ভিসা অথবা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বে-আইনিভাবে বা কোন বৈধ কারণ ব্যতীত আটক করিয়া রাখিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৯ ঃ ভিসা ট্রেডিং এর দন্ড।- রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য কর্মী গ্রহণকারী দেশে চাহিদা পত্র বা ভিসা সংগ্রহের জন্য অথবা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য সংগৃহীত ভিসা টেডিং করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই ধরণের কাজে কোন রিক্রুটিং এজেন্সি সম্পৃক্ত হইলে উক্ত এজেন্সি অনধিক ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা-৫০ ঃ প্রতারণামূলকভাবে অভিবাসনে প্রলুব্ধকরণ।— কোন ব্যক্তি জবরদস্তির মাধ্যমে কিংবা প্রতারণামূলকভাবে অধিক বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধার মিথ্যা আশ্বাস দিয়া কোন কর্মীকে অভিবাসন করাইলে কিংবা অভিবাসনের নিমিত্ত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অথবা কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্রলুব্ধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৫১ ঃ অবৈধভাবে অভিবাসনের ব্যাবস্থাকরণে দন্ড।- কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা দলকে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন পালনীয় প্রক্রিয়া ব্যতীত বা প্রয়োজনীয় ভিসা, পাসপোর্ট কিংবা অন্য কোন দলিল ব্যতিরেকে সমুদ্র পথে কিংবা অননুমোদিত বন্দর দিয়া বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানের আয়োজন কিংবা প্রস্থানের জন্য সহায়তা বা প্রলুব্ধ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয় গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৫২ ঃ কর্তৃপক্ষের আদেশ কিংবা এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিবার দন্ড।- কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কিংবা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন যাহার জন্য এই

আইনে স্বতন্ত্র কোন দণ্ডের বিধান নাই তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৫৩ ঃ কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।— এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের পরিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপক, সচিব, বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ধারা-৫৪ ঃ মামলা দায়ের এবং অপরাধের আমলযোগ্যতা, ইত্যাদি।— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্টসহ যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি কিংবা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(২) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি কিংবা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যেই অঞ্চলের অধিবাসী সেই অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট থানায় কিংবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্ত মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিন-অযোগ্য (non-bailable) এবং অ-আপোসযোগ্য (non-compoundable)।

ধারা-৫৫ ঃ ভ্রাম্যমান আদালতে বিচার।- বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থাকিলে ভ্রাম্যমান আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচার কার্যের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্সির বিচার করা যাইবে। এই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীকে অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

ধারা-৫৬ ঃ বিচার এবং বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রাধান্য।- (১) দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এর বিধান সত্বেও, এই আইনের অপরাধসমূহ কেবল এই আইনের বিধান মতে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কিংবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে নির্ধারিত যেকোন দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন বিচার-কার্য সমাপ্ত করিবার নির্ধারিত সময়সীমা হইবে সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে চার মাস ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিস্পত্তি না হইলে তাহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক আরও এক মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি মহানগর দায়রা জজ অথবা, ক্ষেত্রমত, দায়রা জজের নিকট এবং একই সাথে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্বেও, মামলা বা অভিযোগ দায়ের, অপরাধের তদন্ত কিংবা বিচার, বিচারসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কোন বিষয়ে এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ডের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে এই আইনে কোন বিধান না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন), সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১ নং আইন) এবং দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

ধারা-৫৭ ঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর নিকট অভিযোগ দায়ের।- (১) ধারা ৫১ এর অধীন মামলা দায়ের করিবার অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যুরো'র নিকট কোন রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ অথবা চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ অন্য যেকোন অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যুরো তদন্ত সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত তদন্তে রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তদন্ত শেষ হইবার পর হইতে তিন মাসের মধ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো আদেশের মাধ্যমে সরাসরি কিংবা ধারা ৫৩ এর অধীন বিকল্প বিরোধ মীমাংসা-পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত অভিযোগ নিস্পত্তি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিচালিত তদন্ত শেষ হইবার পর ব্যুরো উপযুক্ত মনে করিলে কিংবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন অভিযোগ নিস্পত্তি করা সম্ভব না হইলে ব্যুরো উক্ত অভিযোগের বিষয়ে আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

ধারা-৫৮ ঃ বিকল্প বিরোধ মীমাংসা (Alternative Dispute Resolution) ।— (১) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো নিজে কিংবা উপযুক্ত সালিশদারের (arbitrator) মাধ্যমে ধারা ৫৩ এর অধীন প্রাপ্ত কোনো বিরোধ বিকল্প ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন পরিচালিত সালিশ বা মধ্যস্থতা (arbitration/mediation) বিধি-দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হইবে, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত সালিশ বা মধ্যস্থতায় সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন পরিচালিত সালিশ বা মধ্যস্থতা অনধিক তিন মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে, এবং উক্ত সালিশ বা মধ্যস্থতায় অভিযোগকারী (claimant) কিংবা বিবাদীর (defendant) আইনজীবী ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার থাকিবে।

ধারা-৫৯ ঃ ক্ষতিপূরণ (compensation) ।— (১) ধারা ৫৩ কিংবা ৫৪ এর অধীন অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যুরো কিংবা সালিশদার (arbitrator) আবেদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীর জন্য যেকোন অংকের ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ কিংবা রোয়েদাদ (award) প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশকৃত কিংবা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানানুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

ধারা-৬০ ঃ শ্রম-অভিবাসনের উন্নয়ন এবং অভিবাসী কর্মীর অধিকার বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ।— (১) সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকের আভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি, শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অভিবাসী কর্মীর প্রত্যাবাসন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে পুনর্বাসন এবং অভিবাসী কর্মীসহ যেকোন অভিবাসী এবং তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক কিংবা চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার আলোকে চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেকোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই ধারার কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন স্মারক বা চুক্তি, অন্যান্য নীতিসহ, নিম্নোক্ত নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হইবে, যথা -

(ক) দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বিদেশে সকল অভিবাসী কর্মীর অধিকার, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা রক্ষা;

(খ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর শ্রম অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার;

(ঘ) নারী-পুরুষ ভেদে বা অন্য কোন কারণে বৈষম্য না করা এবং সকলের জন্য আইনের সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঙ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব।

ধারা-৬১ ঃ ইলেকট্রনিক উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্মিলিত তথ্য ব্যবস্থা ।— (১) সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা কিংবা অধিদপ্তরে অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত আদন-প্রদানের লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত ইলেকট্রনিক তথ্য-ব্যবস্থা গঠন করিবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে অভিগম্যতা (access) থাকিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত তথ্য-ব্যবস্থায় সকল অভিবাসী কর্মীর তথ্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং অভিবাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে অবাধে তথ্য আদান-প্রদান করিবার লক্ষ্যে কম্পিউটার ভিত্তিক যোগাযোগ থাকিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত তথ্য-ব্যবস্থায় অন্যান্য বিষয়াবলীসহ নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য থাকিবে, যথা-:

(ক) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের আগমন ও বহির্গমনের তালিকা;

(খ) অভিবাসী কর্মীদের ব্যক্তিগত বিবরণ এবং বাংলাদেশে তাঁহাদের আগমন, অবস্থান এবং বিদেশে কাজ বা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য;

(গ) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের চলমান মামলার বিবরণ;

(ঘ) বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগকারী দেশের আইনব্যবস্থা, অভিবাসন নীতি, বিবাহ আইন এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যধারাসংক্রান্ত মৌলিক তথ্য;

(ঙ) নিয়োগকারী দেশ যে সকল শ্রম-অধিকার ও মানবাধিকার সনদ স্বাক্ষর করিয়াছে তাহার তালিকা।

(চ) বিদেশী অভিবাসী শ্রকিমদের আগমন ও বহির্গমনের তালিকা; এবং

(ছ) অনাকাঙ্ক্ষিত ঘোষিত বা প্রত্যাবর্তন করানো হইবে এমন বিদেশী কর্মীদের তালিকা।

(৪) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্যাদি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক না হইলে, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৫) সরকার এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা জারিকৃত সকল নোটিশ, বিজ্ঞাপন, আদেশ ও নির্দেশনাসমূহ ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রকাশ করিতে পারিবে, এবং কোন অবেদন গ্রহণ, ফি প্রদান, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত এবং সংরক্ষিত তথ্যে বিধি-দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে সরকারি সংস্থাসমূহ অভিগম্যতা (access) পাইবে।

ধারা-৬২ ঃ অব্যাহতি, অস্পষ্টতা দূরীকরণ (clarification) এবং নির্দেশনা (guidance), ইত্যাদি।- (১) সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে, গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানের আওতা হইতে শর্ত সাপেক্ষে কিংবা বিনাশর্তে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) আদালতের কার্যধারা (proceedings) ভিন্ন অন্য কোনোভাবে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অভিবাসী কর্মী কি না মর্মে সন্দেহ উদ্ভূত হইলে সরকার উক্ত অস্পষ্টতা দূর করিয়া প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করিবেন, এবং অনুরূপ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

(৩) এই আইনের কোন বিধানের অধীন কার্য নির্বাহের প্রয়োজনে কিংবা কোন অভিবাসী নারী কর্মীর অধিকারের সুরক্ষা কিংবা বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সম-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সময়ে সময়ে নির্দেশনা (guidance) জারি করিতে পারিবে।

ধারা-৬৩ ঃ এই আইন অন্যান্য আইনের পরিপূরক গণ্য হওয়া, ইত্যাদি।- এই আইনের বিধানাবলী পাসপোর্ট, বহির্গমন, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়, বিদেশী নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাপাচার, মানবপাচার এবং তথ্য-অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত আইনের পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

ধারা-৬৪ ঃ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহাই বলা হউক না কেন এই আইনের সহিত তাহা সাংঘর্ষিক হইবে না।

(২) উপরে বর্ণিত ক্ষমতাসমূহের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ বিধি-দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান করা যাইবে:

(ক) এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ;
(খ) অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রবর্তন, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ;
(গ) রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে কোনো ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্সের ফি ও শর্তাবলী নির্ধারণ, লাইসেন্স বাতিল, স্থগিত কিংবা নবায়নকরণ এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় ফি নির্ধারণ;
(ঘ) প্রবাসী, অভিবাসী, কিংবা অভিবাসী কর্মীদের জন্য বাসস্থানের সংস্থান কিংবা বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে চিকিৎসাসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঙ) অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন এবং তাঁহাদের কর্তৃক প্রদেয় সাভিস্ ফি নির্ধারণ;
(চ) অভিবাসী কর্মী ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা, কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সম্পদ ও ব্যক্তির নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে কার্যক্রম বা ব্যবস্থা প্রণয়ন;
(ছ) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ বা ব্যবস্থা প্রণয়ন;
(জ) বিদেশে অভিবাসনে ইচ্ছুক অভিবাসী এবং তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের বিদেশ-গমন পরিচালনা, এবং অভিবাসনের পর বিদেশে তাঁহাদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঝ) বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন পদ্ধতি;
(ঞ) এই আইনের অধীন আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদনের নিস্পত্তি কিংবা অন্য কোন কার্য নির্বাহ করিবার কর্মপন্থা (procedures) নির্ধারণ;
(ট) কোন বিরোধ মীমাংসা কিংবা অভিযোগ নিস্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং
(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ এবং অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষাকল্পে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজ।

ধারা-৬৫ ঃ রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এতদ্দ্বারা the Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত আইনের অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা কিংবা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশনা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় কৃত, গৃহীত, কিংবা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা উক্ত আদালত কর্তৃক রহিত আইনের বিধানাবলী অনুসারে এইরূপে বিচার ও নিস্পত্তি করা হইবে এবং মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেন এই আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশ রহিত করা হয় নাই।

(৩) এই আইনের অধীন বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত The Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No. 29 of 1982) এর ধারা ১৯ এর অধীন প্রণীত অভিবাসন বিধিমালা ২০০২, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা ২০০২, এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০০২ এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে।

ধারা-৬৬ ঃ আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্রসম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) উক্ত ইংরেজী পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।